দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

এসএসসির ফলে ভুল

এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। কিন্তু এবছর দুজন পরীক্ষার্থী মার্কশীট গণনার ভুলের জন্য এই গৌরব পেয়েও পেলেন না। অর্থাৎ তারা আসলে প্রথম হওয়া সত্ত্বেও মেধা তালিকায় তাদের নবম ও একাদশ স্থান অধিকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ নিয়ে সাধারণ বিজ্ঞান গ্রুপের মেধা তালিকায় মোট চারজন প্রথম স্থান অধিকার করল। রিপোর্টে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন পদস্থ কর্মকর্তার স্বীকারোক্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কম্পিউটারে ভুল প্রোগ্রাম দেয়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে। এই ভুলের ফলে আরও ৫৫ হাজারের বেশী পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যন্ত্রের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখানে গা বাঁচাতে পারবেন বলে মনে হয় না। জনসাধারণের চোখে ঢাকা বোর্ডই দায়িত্বহীন হিসাবে প্রতিপন্ন হবে। আমাদের দেশে পরীক্ষার মার্কশীট তৈরী, নম্বর গণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার নতুন চালু হয়েছে। যারা কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছেন, ভুল তাদেরও হতে পারে। যন্ত্রের গোলযোগ ঘটাও বিচিত্র নয়। ভুল যারই হোক, বোর্ড কর্তৃপক্ষের গোটা বিষয়টা যাচাই করে নেয়া উচিত ছিল। কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ঘটলেও উন্নত দেশেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে— যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা হয় না। কম্পিউটারকে একটা নির্দেশক হিসাবে গণ্য করে হিসাব যাচাই করে নেয়া হয়। কিন্তু ঢাকা বোর্ড নতুন কম্পিউটার চালু হবার পরপরই যন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেবে— বিষয়টা কি গ্রহণযোগ্য?

ঢাকা বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হবে। ভুল যখন ধরা পড়েছে তখন তার সংশোধন অবশ্যই করতে হবে। তবে এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে সে জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও চূড়ান্ত দায়িত্ব মানুষকেই বহন করতে হবে। কারণ যন্ত্রও মানুষই চালায়।